দৈনিক
ইনকিলাব

ঢাকা ॥ শুক্রবার
২৫ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

ব্রি'র বার্ষিক গবেষণা কর্মশালা শুরু রবিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গাজীপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ধানের জাত সনাতন ধানের জাতের তুলনায় তিনগুণ বেশি ফলন দেয়। ব্রি এ পর্যন্ত চারটি হাইব্রিডসহ মোট ৬৫টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধানের চাষাবাদ করা হয়। আর এ থেকে আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। আর এরই ফলে দেশে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও চার দশক আগের তুলনায় দেশে ধান উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণের বেশি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে, ব্রি উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বোরো মৌসুমে সর্বাধিক ফলন ও কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয় ব্রি ধান-২৮ এবং ব্রি ধান-২৯। আমন মৌসুমে অনুরূপ সফলতার নজির সৃষ্টি করেছে বিআর-১১ জাতটি। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এ জাতসমূহের পরিপূরক হিসেবে সম্প্রতি উদ্ভাবন করা হয়েছে ব্রি ধান-৫৫, ব্রি ধান-৫৮ এবং ব্রি ধান-৪৯। এ ছাড়াও কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ব্রি উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তির যথাযথ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। শৈত্য, খরা, জলমগ্নতা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং দক্ষিণাঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকার জনপ্রিয় ধানের জাতে এসব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করছে ব্রি। উদ্ভাবিত এসব জাতের মধ্যে রয়েছে ব্রি ধান-৩৬, ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৫৩, ব্রি ধান-৫৪, ব্রি ধান-৫৫, ব্রি ধান-৫৬ এবং ব্রি ধান-৫৭ ইত্যাদি। রফতানিযোগ্য ব্রি ধান-৫০ বোরো মৌসুমের উপযোগী উচ্চফলনশীল সুগন্ধী ধানের প্রথম উদ্ভাবিত জাত যা ভারত-পাকিস্তানের বাসমতির সমতুল্য।